ভূমিকা

(১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বাংলা সাহিত্যে নন, বাঙালি সংস্কৃতির এক অন্যতম প্রতিষ্ঠান। তাঁর সমস্ত জীবনই যেন গড়ে উঠেছিল বিস্তৃত গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে। একথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বাঙালি বহুকাল ধরে বহুবিধ চর্চা করে এসেছে; আজও করে চলেছে। কাজেই এই পরিসরে এবং এই সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র-জীবনপঞ্জি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা বাহুল্য বোধ হয়। বাঙালিকে নানা সাহিত্যিক সংরূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন তিনি। উপন্যাস বা প্রবন্ধের মতো সংরূপ আগে থেকেই প্রচলিত থাকলেও এই দুই সংরূপের গঠনের ক্ষেত্রে নিজস্ব চলন এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিতে সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার তাগিদ বোধ করে প্রায়শই আখ্যানমধ্যে পাঠককে উদ্দেশ করে নানান নীতিবাচক মন্তব্য প্রদান করে গেছেন, আখ্যানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে আশ্রয় করেছেন নিয়তিবাদ এবং অলৌকিকতার; তরুণ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সেই শৈলী থেকে ক্রমশ সরে এসে একেবারে প্রথম উপন্যাস থেকেই স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রাখার প্রয়াস নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পদ্ধতি থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে প্রাধান্য দিতে থাকলেন ব্যক্তি-মানুষ এবং তাদের অন্তর্লোককে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-রচনার ক্রমপর্যায়ের প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যাবে জীবনের প্রথম অধ্যায়ে মাত্র ষোলো বছর বয়সে রচনা করেছিলেন প্রথম উপন্যাস ‘করুণা’, যা ‘ভারতী’ পত্রিকার আশ্বিন ১২৮৪ থেকে ভাদ্র ১২৮৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যদিও পরবর্তীতে এই অপরিণত কাজকে মান্যতা দেননি তিনি নিজেই। প্রথম কৈশোরে রচিত এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, স্থান পায়নি তৎকালীন রবীন্দ্র-রচনাবলীতেও।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮৩) এবং তার চারবছর পরে প্রকাশিত ‘রাজর্ষি’ (১৮৮৭);— উনিশ শতকে প্রকাশ পাওয়া এই উপন্যাস দুটিতেই বঙ্কিমী প্রভাব স্পষ্ট হলেও স্বাতন্ত্র্যের ছাপও অস্পষ্ট নয়। বঙ্কিমী-উপন্যাসের প্রধান দুই ক্ষেত্র ইতিহাস এবং রোমান্সকে নির্ভর করেই উক্ত দুটি উপন্যাস গড়ে উঠলেও ব্যক্তির অন্তর্লোকের প্রতি আলোকপাতে, প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই প্রথম দুটি উপন্যাস থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্র্যকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসগুলি রচনা এবং প্রকাশের সমকালেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন রোমান্স এবং ইতিহাসের ঘটনা প্রধান উপন্যাসের বঙ্কিমী চাল তাঁর পথ নয়। কাজেই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নিজ-উপযুক্ত ধারাটি নির্ধারণের জন্য বিরতি নিলেন দীর্ঘ ষোলো বছরের। এই দীর্ঘ বিরতির কালে বিরাম ছিল শুধুমাত্র উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে; যদিও এই কালপর্বেই রচিত হয়েছে বহু গান, কবিতা এবং সূচনা হয়েছে ছোটোগল্পের 'শিলাইদহ পর্ব'-এর। এই ছোটোগল্পগুলি রচনা করতে করতেই রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল উপন্যাস রচনার নিজস্ব-ক্ষেত্রটি। কাজেই ১৯০৩ সালে প্রকাশ করলেন উপন্যাস 'চোখের বালি'। যদিও উপন্যাসের চরিত্রগুলির সম্পর্কের বুননের মধ্যে বঙ্কিমের প্রভাব তখনও অব্যাহত ছিল বলে বহু সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন; তথাপি তিনি আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন প্লটের সংগঠনের ক্ষেত্রে। ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত ঘটনা প্রধান উপন্যাসের থেকে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের গঠন পৃথক রূপ নিতে আরম্ভ করল। এবং এই পৃথক-রূপ অব্যাহত রইল উপন্যাস রচনার অন্তিম-পর্ব পর্যন্ত। যদিও নিজেকে ক্রমাগত অতিক্রম করে যেতে চাওয়া রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনায় গঠনের ক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে, চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে গেছেন ক্রমাগত। উনিশ এবং বিশ এই দুই শতকেরই প্রায় সম্পূর্ণ শেষার্ধ এবং প্রথমার্ধের সাক্ষী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গঠনের ক্ষেত্রে এই ক্রম-পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ উপন্যাস চিরকালই জগৎ ও জীবনকে যুগপৎ পৃথক ও যৌথভাবে উপস্থাপন করে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চলনের এবং গঠনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের সঙ্গে পার্থক্য এবং তাঁর নিজের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসের সঙ্গে মধ্য এবং অন্তিম পর্যায়ের উপন্যাসগুলির পার্থক্যের কথা স্মরণে রেখেই আমরা আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের জন্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে নির্বাচন করেছি।

(২)

বর্তমান সন্দর্ভে আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে আখ্যানতাত্ত্বিক ভাবনা থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সংখ্যা তাঁর রচিত ছোটোগল্প বা প্রবন্ধের তুলনায় অনেক কম সেহেতু বিশ্বভারতী প্রকাশনী কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ'-তে স্থান পাওয়া সমস্ত উপন্যাসকেই আমাদের সন্দর্ভপত্রের

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপন্যাসগুলির ভাববস্তুর মধ্যে যেমন বিভিন্নতা রয়েছে তেমনই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল এসেছিল উপন্যাসগুলির উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও। প্রথম জীবনে লেখা উপন্যাসগুলির বঙ্কিমী রীতি বিশ শতকে লেখা উপন্যাসগুলিতে বিলুপ্ত হয়েছে ক্রমশ। আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সমগ্রকে পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে আখ্যানতত্ত্বের দৃষ্টিতে সেগুলিকে বিচার করতে সচেষ্ট হয়েছি। যেহেতু আমাদের গবেষণা সন্দর্ভ আখ্যানতত্ত্বকে আশ্রয় করে রয়েছে সেহেতু আমাদের অন্বেষণ থাকবে রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসগুলি কাহিনি, সময়, কথনরীতি, দৃষ্টিকোণগত ভাবনা কোথায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করল।

প্রথম অধ্যায়:— আমাদের গবেষণাকর্মে আমরা যেখানে রবীন্দ্র-উপন্যাসকে আখ্যানতাত্ত্বিক ভাবনায় বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই আখ্যানতত্ত্ব বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। কাজেই সন্দর্ভপত্রের প্রথম অধ্যায়ে আমরা আখ্যানতত্ত্ব বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আখ্যানের বা বিবৃতির গঠন ও বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত আলোচনাই হল আখ্যানতত্ত্ব। বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে আখ্যানতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। প্রধানত প্রকরণবাদ (formalism) এবং সংগঠনবাদকেই (structuralism) আখ্যানতত্ত্বের জন্মের পটভূমি হিসেবে নির্দেশ করে থাকেন তাত্ত্বিকরা। আখ্যানের গঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আখ্যানতাত্ত্বিকেরা দুটি স্তরের কথা বলেন –

(১) শিল্পপূর্ব স্তর বা কাহিনি (fabula/story) – এই স্তরে আখ্যানের প্রাথমিক পর্বের উপাদানগুলো আলোচনা করা হয়; আর রয়েছে

(২) শিল্পিত স্তর বা বাচন (sjuzhet/discourse) – এই স্তরে প্রাধান্য পায় আখ্যানের কথন ও ভাষারীতিটি। আখ্যানতত্ত্বে সবসময়েই ‘কী বলা হচ্ছে’ (content) এর থেকে বেশি গুরুত্ব পায় ‘কীভাবে বলা হচ্ছে’ (form) এর বিষয়টি। এই অধ্যায়ে আখ্যানতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা সাজিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি, আখ্যানতত্ত্বের প্রধান উপাদানগুলির ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়:— রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে বহুবিধ আলোচনা-সমালোচনার ধারা শুরুর দিন থেকেই যে প্রবহমান ছিল তা আমরা জানি। তাই রবীন্দ্র-উপন্যাসকে নতুন কোনো

তত্ত্ববিশ্বের নিরিখে বিশ্লেষণের পূর্বে রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার যে ধারা এখনো পর্যন্ত প্রবহমান তার ধরন বুঝে নেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। এই তাগিদ থেকেই আমরা সন্দর্ভপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমালোচনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার সমান্তরালে সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলির নিরিখে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়:— আমাদের সন্দর্ভপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম থেকেই অধ্যায়ের মূল বিশ্লেষিতব্য বক্তব্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। 'গ্রন্থন' শব্দের মূলে রয়েছে 'গ্রন্থ+অন', যার অর্থ 'জটিল আন্তঃবুনন' বা 'রচনা' বা 'গাঁথা'। কীভাবে উপন্যাসের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নানান উপাদানগুলির একটির পরে একটির সুবিন্যস্ত সজ্জার দ্বারা উপন্যাসের রচনা হয় তার প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আখ্যানের শিল্পপূর্ব স্তরের প্রধান চারটি উপাদান কাহিনি, চরিত্র, সংস্থান ও সময়-এর বিন্যাস পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনাকালে সম্পূর্ণ অধ্যায়টিকে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছদে আলোচনা করা হয়েছে উপন্যাসগুলির কাহিনি বিন্যাস নিয়ে। যেকোনো উপন্যাসের মূলে থাকে একটি কাহিনি এবং এই কাহিনির সুপরিকল্পিত বিন্যাসই হল প্লট। কাহিনি স্তরে বা শিল্পপূর্ব স্তরে ঘটনার সরলরৈখিক বিন্যাস ঘটলেও শিল্পিত স্তরে বা কথনস্তরে দেখা যায় ঘটনার অবিন্যস্ত ক্রম আর এখানেই ঘটে প্লটের প্রাধান্য। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আলোচ্য উপন্যাসগুলির নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক কাহিনিকে কীভাবে বিন্যস্ত করেছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

আখ্যানের আলোচনায় উপন্যাসের সময়কে আমরা বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছি। কথনকাল এবং কাহিনিকাল এই দুটি বিষয় উপন্যাসে সময়ের বিন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসগুলির সময়ের ব্যবহারে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যবহার বৈচিত্র্যও লক্ষ করার মতো। রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের উপন্যাসগুলিতে সময়ের জটিল বিন্যাসপদ্ধতি সেভাবে লক্ষ করা যায় না। সময়ের যথাযথ বিন্যাস পাই 'চোখের বালি'

থেকে। এই পরিচ্ছেদে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসের সময়ের বিন্যাসরীতি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব।

রসবাদী আলোচনায় উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় চরিত্রের বিশ্লেষণ হয় তার থেকে পৃথক পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে শিল্পপূর্ব স্তরের 'ভূমিকা' (actant) শিল্পিত স্তরে গিয়ে চরিত্রে পরিণত হয়। শিল্পপূর্ব স্তরের ভূমিকাকে শিল্পিত স্তরে চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করার জন্য এবং তাদের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য লেখক কিছু উপাদানের ব্যবহার করে থাকেন। এগুলি হল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থাপন। নানান তাত্ত্বিকেরা উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণে নানাবিধ পদ্ধতির কথা বলেছেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদে আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির প্রধান-অপ্রধান প্রায় সব চরিত্রগুলিকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থাপনের আলোকে বিশ্লেষণ করব।

লেখক আখ্যানে সংস্থান বা প্রতিবেশ ব্যবহার করে থাকেন পাঠকের মনে ঘটনার বাস্তবসম্মত প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য। সংস্থান স্থান-কাল-ঘটনা বা চরিত্রের স্থিতি অথবা অবস্থার জ্ঞাপক এবং এটিকে আখ্যানতত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয় 'text without story duration' হিসেবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সংস্থান বিন্যাস যতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল, রবীন্দ্র উপন্যাসে সংস্থান বিন্যাস ততটা গুরুত্ব পায়নি। বঙ্কিমের ইতিহাস নির্ভর পটভূমিতে লেখা উপন্যাসগুলিতে সংস্থানের সূক্ষ্ম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা লেখক যতটা অনুভব করেছিলেন, মূলত চরিত্রের মনোজগৎ নিয়ে গড়ে ওঠা রবীন্দ্র-উপন্যাসে সংস্থান ততটা গুরুত্ব পায় না। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলির সংস্থান বিন্যাস নিয়েও আলোচনা করব।

চতুর্থ অধ্যায়:— আখ্যানের প্রকাশের বিভাগগুলি সম্পর্কে বলতে গেলে বাচনস্তরটিকেই আখ্যান প্রকাশের মুখ্য স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উপন্যাসের বাচনশৈলী নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় সেগুলি হল কথনরীতি, দৃষ্টিকোণ এবং ভাষা উপাদান। অর্থাৎ উপন্যাসের আখ্যানবিশ্বে কে বলছে, কে দেখছে, কীভাবে বলছে প্রভৃতি নানা বিষয় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আলোচনার সুবিধের জন্য বর্তমান সন্দর্ভপত্রের চতুর্থ অধ্যায়টিকে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে উক্ত বিষয়গুলির নিরিখে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিল্পপূর্ব স্তরের কাহিনি শিল্পিত স্তরে কথকের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আখ্যানে কোন ধরনের কথনরীতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা প্রধানত নির্ভর করে কথকের অবস্থানের উপর। কথকের অবস্থানের তারতম্যের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে আত্মকথনরীতি, সর্বজ্ঞকথনরীতি, চরিত্রানুগ কথনরীতি। এই পরিচ্ছেদে আমরা কোন উপন্যাসে কোন কথন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করব।

আখ্যানের কাহিনি উপস্থাপনা কথকের যে যে অবস্থান থেকে হতে পারে তার ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয় কথন পরিস্থিতি। কথক কাহিনিতলের ভেতরে অবস্থান করছে নাকি বাইরে অবস্থান করছে, তার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে দু'ধরনের নিরীক্ষণ। এই দুই নিরীক্ষণের বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে আমরা দেখে নেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে কী জাতীয় দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাসের বাচন স্তরে প্রাধান্য পায় সংলাপ এবং বর্ণনা অংশ। এই দুয়ের আনুপাতিক বিশ্লেষণ আখ্যানের গঠনগত আলোচনায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। উপন্যাসের সংলাপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই পরিচ্ছেদে আমরা বাচনের নানবিধ বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করব।

সন্দর্ভপত্রে এই চারটি অধ্যায়ের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়কে নানা পরিচ্ছেদ ও উপ-পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে এবং সবশেষে 'উপসংহার' অংশে গবেষণা-সন্দর্ভের সামগ্রিক ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

(৩)

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে আখ্যানতাত্ত্বিক ভাবনা থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আমরা বহু আলোচিত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সমগ্রকে পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে আখ্যানতত্ত্বের দৃষ্টিতে সেগুলিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। মূলত তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে বিশ্লেষণমূলক (Descriptive) পদ্ধতিতেই উপন্যাসগুলির কায়িক গঠনবিন্যাস আলোচনা করা হয়েছে গবেষণা সন্দর্ভ-পত্রে।

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের জন্য প্রাপ্ত তথ্যের অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, মালদা জেলা গ্রন্থাগার, মালদা মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি এবং গবেষণা কেন্দ্র থেকে। সাহায্য পেয়েছি আমার গবেষণা

তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক উর্বী মুখোপাধ্যায়ের থেকে। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা একাধিক গ্রন্থ সরবরাহ করে সময়ে-অসময়ে তিনি গবেষণা-কর্মে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে অপরিসীম সহায়তা করেছেন। সাহায্য পেয়েছি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার থেকে। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাহায্য নিয়েছি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সংগ্রহে থাকা নানান প্রয়োজনীয় গ্রন্থের।